প্রথম আলো অর্থনীতি

পিউ রিসার্চের জরিপ

ইন্টারনেট ব্যবহার করে দেশের ১১% মানুষ

আবুল হাসনাত।আপডেট: ০২:৪০, মার্চ ২২, ২০১৫। প্রিন্ট সংস্করণ

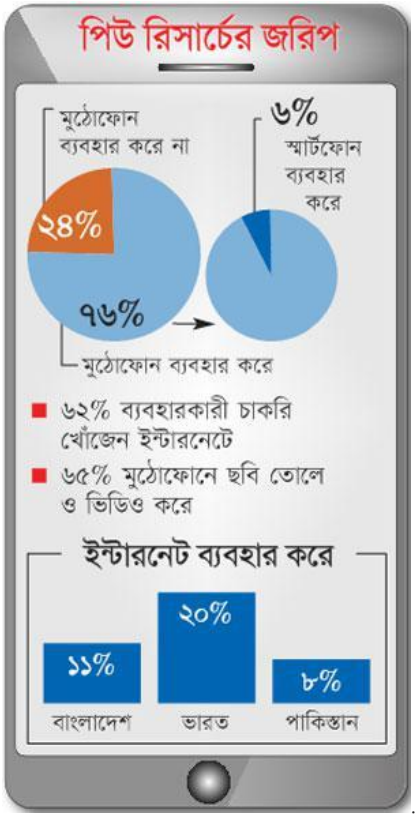

বাংলাদেশের ৭৬ শতাংশ মানুষ মুঠোফোন ব্যবহার করেন। অর্থাৎ ২৪ শতাংশ মানুষের কোনো মুঠোফোন নেই। মুঠোফোন ব্যবহারকারীদের মাত্র ৬ শতাংশের নিজস্ব স্মার্টফোন আছে। আবার দেশের ১১ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে কিংবা তাদের স্মার্টফোন আছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চেয়ে পিছিয়ে আছে পাকিস্তান (৮ শতাংশ)। প্রতিবেশী দেশ ভারত এদিক থেকে বাংলাদেশের চেয়ে খুব বেশি এগিয়ে নেই (২০ শতাংশ)।

ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা কম হলেও দেশে নানা কাজে ইন্টারনেট ব্যবহৃত হয়। এর একটি এমন, ৬২ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী চাকরি খোঁজার কাজ এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমেই করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান পিউ রিসার্চ সেন্টারের সাম্প্রতিক এক জরিপে এমন তথ্যই উঠে এসেছে। উদীয়মান ও উন্নয়নশীল ৩২টি দেশের ইন্টারনেট ও মুঠোফোন ব্যবহারকারীদের ওপর পরিচালিত এ জরিপ ১৯ মার্চ প্রকাশিত হয়। এসব দেশের প্রাপ্তবয়স্ক ৩৬ হাজার ৬১৯ জন ইন্টারনেট ও মুঠোফোন ব্যবহারকারীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। জরিপে ঠাঁই পেয়েছে বাংলাদেশের এক হাজার মানুষের মতামত।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) হিসাবে, দেশে ৪ কোটি ২৭ লাখ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। সংস্থাটি অবশ্য সর্বশেষ তিন মাসে একবার কেউ ইন্টারনেট ব্যবহার করলেই তাকে ব্যবহারকারী হিসেবে গণ্য করে। অন্যদিকে ১২ কোটি ১৮ লাখ মানুষের মুঠোফোন সংযোগ রয়েছে। আর মোবাইল ফোন ইমপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের হিসাবে, দেশে প্রায় ৬০ লাখ মানুষ স্মার্টফোন ব্যবহার করেন।

ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর ধরন: দেশে মুঠোফোনে ইন্টারনেট বেশি ব্যবহার করেন ১৮-৩৫ বছর বয়সী ব্যক্তিরা। এ হার ১৫ শতাংশ। এর বেশি বয়সী গ্রাহক ৬ শতাংশ। ঘরে বসে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন মাত্র ৮ শতাংশ মানুষ। মাধ্যমিকের চেয়ে বেশি পড়াশোনা করেছেন, এমন মানুষই বেশি ইন্টারনেট ব্যবহার করেন, ২৪ শতাংশ। এর চেয়ে কম পড়াশোনা করেছেন কিন্তু ইন্টারনেট ব্যবহার করেন এমন মানুষ ৫ শতাংশ। ইংরেজি বলতে ও লিখতে পারেন এমন ১৭ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। আর ইংরেজি না জানার পরও ৫ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করেন।
কেন ইন্টারনেট ব্যবহার: জরিপটি বলছে, দেশের ৫৯ শতাংশ ইন্টারনেট গ্রাহক প্রতিদিন অন্তত একবার ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। এদিক থেকে ভারতের (৫৪ শতাংশ) চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ। কেন ইন্টারনেট ব্যবহার করেন—এমন প্রশ্নের জবাবে উত্তরদাতাদের ৬৯ শতাংশ পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ, ৫৬ শতাংশ রাজনৈতিক খবরাখবর এবং ২৬ শতাংশ সরকারি সেবার তথ্য জানতে এটি ব্যবহার করেন বলে জানান। জরিপ বলছে, ৬২ শতাংশ ব্যবহারকারী চাকরি খুঁজতে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। এ ক্ষেত্রেও ভারতের (৫৫ শতাংশ) চেয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে। বাংলাদেশের প্রাপ্তবয়স্ক ইন্টারনেট গ্রাহকদের ৭৬ শতাংশই সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে। এ ক্ষেত্রেও ভারতের (৬৫ শতাংশ) চেয়ে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। সবচেয়ে বেশি সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করেন ফিলিপাইনের মানুষ, ৯৩ শতাংশ।

শিক্ষা, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, অর্থনীতি, রাজনীতি ও নৈতিকতা—এ পাঁচ ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহার কেমন প্রভাব ফেলে—জানতে চাওয়া হয়েছিল জরিপে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের কাছে। এ ক্ষেত্রে দেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ৫৬ শতাংশ শিক্ষায়, ৪৮ শতাংশ ব্যক্তিগত সম্পর্কে, ৫০ শতাংশ অর্থনীতিতে, ৩৮ শতাংশ রাজনীতিতে এবং ২৯ শতাংশ নৈতিকতায় ইন্টারনেট ভূমিকা রাখতে পারে বলে মত দেন।

কেন মুঠোফোন ব্যবহার: পিউ রিসার্চ বলছে, বাংলাদেশের মুঠোফোন ব্যবহারকারীর ৬৫ শতাংশই মুঠোফোনে ছবি তোলা কিংবা ভিডিও ধারণ করে থাকেন। ভেনেজুয়েলা এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে (৭৫ শতাংশ)।

বিভিন্ন দেশের মানুষ খুদে বার্তা (এসএমএস) পাঠানো কিংবা চ্যাট করার ক্ষেত্রে মুঠোফোন বেশি ব্যবহার করলেও বাংলাদেশে এ হার কম (৬৭ শতাংশ)। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে ফিলিপাইন (৯৮ শতাংশ)।
জরিপ বলছে, দেশের ৬ শতাংশ মানুষের নিজের স্মার্টফোন আছে। বাংলাদেশের চেয়েও পিছিয়ে আছে পাকিস্তান (৪ শতাংশ) ও উগান্ডা (৫ শতাংশ)। উদীয়মান দেশগুলোর মধ্যে বেশি নিজস্ব স্মার্টফোন ব্যবহার করে চিলির মানুষ, ৫৮ শতাংশ।
আবার বাংলাদেশের ৭৬ শতাংশ মানুষের যেখানে নিজস্ব মুঠোফোন আছে, সেখানে পাকিস্তানের ৪৭ শতাংশ মানুষের নিজের মোবাইল ফোন আছে।